সংবাদ

তারিখ 10 MAR 2003
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

শিক্ষা ভবনে দুর্নীতি কি বন্ধ হবে না?

স্বাধীনতার পর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (শিক্ষা ভবন) এবং এর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো ঘুস, দুর্নীতির ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিক্ষকদেরকে শিক্ষা ভবন এবং এর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোয় তদবির না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বাস্তবে শিক্ষা ভবন ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোয় তদবির ও ঘুস না দিলে কোন কাজই আদায় করা যায় না।

নিচে কিছু অনিয়মের উল্লেখ করা হলো :

(১) সম্প্রতি শিক্ষা ভবনের স্মারক নং-৩বি/১৬/হিসাব/২০০২/১৩৩৮/১২৮ তারিখ ০৪/০২/২০০৩ ইং-এর মাধ্যমে ৭শ' ৬ জন সরকারি শিক্ষকের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে। যারা শিক্ষা ভবনে তদবির ও ঘুস দিয়েছেন কেবল তারাই শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেয়েছেন। আমার মতো অনেকেই ঘুস না দেয়ার কারণে বঞ্চিত হয়েছেন। ঘুস না দেয়ার কারণে বিগত ১২ বছরে একবারও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পাইনি। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চারবার পাওয়ার কথা ছিল।

(২) শিক্ষা অধিদপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে ঘুস না দেয়ার কারণে টাইম স্কেল ৪ বছর পূর্বে প্রাপ্য হলেও অদ্যাবধি মঞ্জুর করা হয়নি।

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪/৮৩৩/১(৩০০)- শিক্ষা, তারিখ ১৭-৭-৭০ইং অনুযায়ী চাকরিতে যোগদানকালীন সময় হতে ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য ২টি এবং প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্যে ৩টি ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য। বিগত ১২ বছরে ৮ বার আবেদন করা সত্ত্বেও মঞ্জুর করা হয়নি। সম্প্রতি আমার কয়েকজন সহকর্মী আঞ্চলিক কার্যালয়ে সুপারিশের জন্য জনপ্রতি ৩শ' টাকা এবং শিক্ষা ভবনে জনপ্রতি ৫শ' টাকা ঘুস দিয়ে তা মঞ্জুর করাতে সক্ষম হন। আমি এপথে না যাওয়াতে আজও বঞ্চিত রয়েছি।

স্বাধীনতার পর যত মহাপরিচালক ছিলেন তাদের মধ্যে মরহুম ড. মোজাম্মেল হক (শিল্পী জেমসের পিতা) এসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না। বাকিরা বোধগম্য কারণে চোখ-কান বন্ধ রাখতেন। এরপরও যখন কোন মহাপরিচালক শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার পান কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার নাম প্রস্তাব ওঠে, তখন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মন ভারাক্রান্ত হয়—হৃদয় হয় রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত।

শিক্ষা ভবন ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সীমাহীন ঘুস-দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে সবিনয় অনুরোধ করছি।

জনৈক ভুক্তভোগী শিক্ষক